# সংসদে প্রেসিডেন্টের ভাষণ বর্জন করে বিএনপির ওয়াকআউট

**ড. ইয়াজউদ্দিন শপথ ভঙ্গকারী ঃ সাকা চৌধুরী**

**স্টাফ রিপোর্টার**

নিজ দলের মনোনীত প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহমদকে সংবিধান লংঘনকারী হিসাবে আখ্যায়িত করেছে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি। এ অভিযোগে প্রেসিডেন্টের ভাষণদানের আগে তারা জাতীয় সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে। বিরোধীদলীয় নেতা বেগম খালেদা জিয়া এই ওয়াকআউটের নেতৃত্ব দেন। পরে বিএনপিকে অনুসরণ করে চারদলের শরিক জামায়াত ও বিজেপির সদস্যরাও সংসদ থেকে ওয়াকআউট করেন।

গতকাল সংসদের নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সংসদে বক্তব্য দেন। সংসদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য দেয়া একটি রেওয়াজ । মাগরিবের পর সংসদের মুলতবি অধিবেশন স্পীকার আবদুল হামিদ এডভোকেটের সভাপতিত্বে শুরু হয়। এ সময় স্পীকার ঘোষণা করেন, কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্ট অধিবেশন কক্ষে আসবেন। এ পর্যায়ে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী দাঁড়িয়ে স্পীকারের কাছে ফ্লোর চান। স্পীকার তাকে বলেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন পর্বে আমি আপনাদের দিকে তাকিয়ে ছিলাম তখন আপনি ফ্লোর চাননি। এখন প্রেসিডেন্ট বক্তব্য দিবেন। এ পর্বে পয়েন্ট অব অর্ডার দেয়া সমীচীন হবে না। দয়া করে আপনি বসুন। স্পীকারের এ অনুরোধ বাক্য শেষ হওয়ার আগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী মাইক ছাড়াই বক্তব্য দিতে শুরু করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ তার শপথ ভঙ্গ করেছেন। তিনি শপথ নিয়েছিলেন ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন দিবেন। দেননি। গত দুই বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন। গণতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রার মুহূতে এই শপথ ভঙ্গকারী প্রেসিডেন্টের ভাষণ আমরা শুনতে পারিনা বলে তিনি অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণা দেন। পরে চারদলের সংসদ সদস্যরা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে প্রেসিডেন্টের ভাষণ বর্জন করে অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেন।

পরে সংসদের বাইরে এক ব্রিফিংয়ে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, ৫৮(গ) ধারা অনুসারে প্রেসিডেন্ট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন। ১২৩(৩) ধারা অনুসারে ৯০ দিনের মধ্যে তার সংসদ নির্বাচন করার কথা ছিল। এ লক্ষ্যে তিনি শপথ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি শপথ না নিয়ে দু'বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী আরো বলেন, প্রেসিডেন্ট তার নির্ধারিত মেয়াদে নির্বাচন দেননি। বরং মাইনাস ফর্মুলা বাস্তবায়নের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি যাদের মাইনাস করতে চেয়েছিলেন তাদের একজন আজ সংসদ নেত্রী ও অপরজন বিরোধী দলীয় নেত্রী। একজন জামিনে রয়েছেন, অপরজন রয়েছেন প্যারোলে। গণতন্ত্রের এই অভিযাত্রার মুহূর্তে আমরা শপথ ভঙ্গকারী প্রেসিডেন্টের ভাষণ সংসদে উপস্থিত থেকে শুনতে পারি না। তাই অধিবেশন কক্ষ ত্যাগ করেছি।

জয়নুল আবেদীন ফারুক বিরোধী দলের চীফ হুইপ

গতকাল দলের সংসদীয় পার্টির সভায় জয়নুল আবেদীন ফারুককে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ নিয়োগ করেছে বিএনপি। বিরোধী দলীয় নেতা ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এ সভায় সভাপতিত্ব করেন।